**সৃষ্টি কলেজ অব টাঙ্গাইল**

**মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস(১৯৪৭-১৯৭১)**

**৩রা জুন, ১৯৪৭:**ভারতে ব্রিটেনের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে এক বৈঠকে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্বলিত ‘হোয়াইট পেপার' বা 'শ্বেতপত্র’ প্রকাশ করেন।শ্বেতপত্রে ভারতবর্ষ বিভক্তির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছিল। ওই বৈঠকে সব দলের নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনা মেনে নেন।

**১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭**: দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়- ভারত এবং পাকিস্তান।

**১৭-ই আগষ্ট, ১৯৪৭:** পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠিনিক কমিটি তৈরী হয়।

কিন্তু পরে মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীতে ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি দল গঠনের আলোচনা, যার প্রক্ষাপটে প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

**৪ঠা জানুযারি, ১৯৪৭**: ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল জক হলের অ্যাসেম্বলী হলে নতুন প্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৫৫ সালে এই নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

**২৪ মার্চ ১৯৪৮:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন ‘উর্দু হবে পকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা।’ অনুষ্ঠানে জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কার্জন হলে উপস্থিত ছাত্রদের একটি অংশ তখনই নো-নো বলে প্রতিবাদ জানায়।

**২৩ জুন ১৯৪৯:** ঢাকার কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম মওলান আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাব অনুযায়ী দলের নামকরণ করা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’।

সেই সঙ্গে পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনের নাম রাখা হয় ‘নিখিল পাকিস্তান আওয়া্মী মুসলিম লীগ’ যার সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তরুণ নেতা শেথ মুজিবুর রহমানকে দলটির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে সেই দলের নাম পরির্বতন হয়ে হয় বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ।

**২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২:** ২১ ফেব্রুয়ারি সাধরণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল।

সমবেত ছাত্ররা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণ করে; ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহম্মদ এবং আব্দুল জব্বার-তিনজন মারা যান। হাসপাতলে মারা যান আব্দুস সালাম।

১৯৫২: আওয়ামী মুসলিম লীগরে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। পরের বছর তাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন।

**২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩:** হাজারো মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটেরে পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সরকার সেদিন সব সভা সমাবেশ , মিছিল নিষিদ্ধ করেছিল। এই দিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগন শোকের প্রতীক হিসেবে কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

**১০ মার্চ , ১৯৫৪:** পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে।

**৩রা এপ্রিল ১৯৫৪:** মাওলানা ভাষানী, একে ফজলুর হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহন করে।

**৩০মে, ১৯৫৪:** মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

**৭মে ১৯৫৪:** পাকিস্তান পার্লামেন্টে বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

**২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬:** প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে বর্তমানে যেখানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবস্থিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

**১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২:** আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৪৪ ধারার মধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানে দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন ঢাকায় হাইকোর্টের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে নিহত হন ওয়াজিউল্লাহ, গোলাম মোস্তফা এবং বাবুল।

**৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬:** পূর্ব পকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা এ দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলে যে পাকিস্তানের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন করারা জন্যই ছয় দফা দাবি আনা হয়।

**৩ জানুয়ারি ১৯৬৮:** আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত মামলাটি দায়ের করা হয়। এ মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার। মামলায় ৩৫ জনকে আসামী করা হয়।

**৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮:** এদিন ২জন সিএসপি অফিসারসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার কার হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ায়, প্রথমে আসামীদেরকে ‘দেশ রক্ষা আইন’ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে আর্মি,নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্টে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিচার শুরু হয়।

**২০ জানুয়ারি ১৯৬৯:** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৫ই ফেব্রুয়ারি বন্দি থাকা অবস্থায় ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানী একজন সৈনিকের ছোড়া রাইফেলের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। ওই দিন রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

**৭মার্চ ১৯৭১:** তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় ১৮ মিনিট ব্যাপী ভাষণ দেন। ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও, সেখানেই শেখ মুজিব বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

**২৬ মার্চ ১৯৭১:** সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। এর আগে দুপুর বেলাতেও তিনি সেটি পাকিস্তান রেডিওর চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে পাঠ করেছিলেন।

পরদিন ২৭শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রাতের অধিবেশনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর, জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে লিখিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

**১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১:** ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্বের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। **০৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ :** ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যদিকে ভুটান ২য় দেশ হিসেবে ০৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়।